রিসালা নং- ১০৩

লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা

- পাথর পিছু নিয়েছে!
- ভয়ানক সাপের আঘাত
- জ্বলন্ত লাশ সমূহ
- যৌন উত্তেজনা থেকে বাঁচার ১২টি মাদানী ফুল
- লুত সম্প্রদায়ের কবরস্থান
- নাম রাখার ব্যাপারে ১৮টি মাদানী ফুল
- পেশ ইমামের কারামত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

Madani Channel

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktabatul Madina

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।"

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	কুদৃষ্টি দেওয়ার দ্বারা আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে	১৮
ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাতিজা	৪		
প্রথিবীতে সর্বপ্রথম শয়তানই অপকর্ম করিয়েছে	৪	কবরে পোকা-মাকড় সর্বপ্রথম তোমার চোখ ভক্ষণ করবে	১৮
হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلَيْهِ السَّلَام তাদেরকে বুঝিয়েছেন	৪	দৃষ্টি হিফাযতকারীর জন্য হাজান্নাম থেকে নিরাপত্তা	১৯
লুত সম্প্রদায়ের উপর চরম শাস্তি অবতীর্ণ হলো	৫	শয়তানের বিষাক্ত তীর	১৯
		আমরদের সাথে ১৭জন শয়তান থাকে	২০
পাথর পিছু নিয়েছে!	৭	আমরদ হলো আগুন	২০
শুয়োর সমকামি হয়ে থাকে	৭	আমরদের সাথে ৭০জন শয়তান থাকে	২১
আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সবচাইতে বেশি অপছন্দনীয় গুনাহ	৮	পরহেজগারেরাও ফেঁসে যায়	২২
		যৌন উত্তেজনার পরিচয়	২৩
তিন ধরণের কিশোর আসক্ত	৮	ইসলামী ভাইদের জন্য যৌন উত্তেজনা থেকে বাঁচার ১২টি মাদানী ফুল	২৩
জ্বলন্ত লাশ সমূহ	৯		
আমরদ (সুদর্শন বালক)ও জাহান্নামের হকদার!	৯	ভিড়ের মধ্যে কারো প্রবেশ করা উচিত নয়	২৪
		সুদর্শন বালকের ব্যাপারে ইমাম আযমের কর্মপদ্ধতি	২৫
লুত সম্প্রদায়ের কবরস্থান	১০		
সমকামির দুনিয়াতে শাস্তি	১০	সুদর্শন বালকের (আমরদের) পরিচয়	২৬
অপকর্মকে জায়েয মনে করা কেমন?	১০	আমরদকে উপহার দেয়া কেনম?	২৭
"হায়! অপকর্ম যদি জায়েয হতো" বলা কুফরী	১১	আমরদের জন্য সতর্কতার ১৯টি মাদানী ফুল	২৭
		সুদর্শন বালক (আরমদ) না'ত শরীফ পড়া	৩০
পেশ ইমামের কারামত	১১	হস্ত মৈথুনের শাস্তি	৩০
স্মরণশক্তি ধ্বংস হওয়ার একটি কারণ	১৩	যৌবনের ধ্বংস	৩১
দুই আমরদ (সুদর্শন বালক) আসক্ত মুয়াযিনের ধ্বংসলীলা	১৩	লজ্জাশীলতার বার্তা	৩২
		হস্ত মৈথুনের ২৬টি শারীরিক আপদ	৩৩
চেহারার মাংস ঝরে পড়লো	১৪	হস্ত মৈথুনকারীদের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তি পাগল	৩৩
যৌন উত্তেজনা সহকারে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখাও হারাম	১৫		
		এ গুনাহ থেকে বাঁচার ৫টি রূহানী চিকিৎসা	৩৪
ভয়ানক সাপের আঘাত	১৬	এ গুনাহ থেকে বাঁচার ৬টি প্রচেষ্টা	৩৪
যৌন পূঁজারীর বিভিন্ন ধরণ	১৬	নাম রাখার ব্যাপারে ১৮টি মাদানী ফুল	৩৬
চুমু দেওয়ার শাস্তি	১৭	তথ্যসূত্র	৪২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা[১]

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আখিরাতের ভয়ে ভীত হয়ে উঠবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] এই বয়ানটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (২৯শে যিলক্বদ, ১৪৩২হিঃ/ ২৭-১০-২০১১ইং) প্রদান করেন। পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

---(মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাতিজা

হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হচ্ছেন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর ভাতিজা। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام "সাদুম" বংশের নবী ছিলেন, আর তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে হিজরত করে সিরিয়ায় আসেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর অনেক খেদমত করেন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দোয়ার বরকতে তিনি নবী হয়েছিলেন। **(নূরুল ইরফান, ২৫৫ পৃষ্ঠা)**

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শয়তানই অপকর্ম করিয়েছে

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শয়তানই অপকর্ম করিয়েছে। সে একদা হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্প্রদায়ের নিকট সুদর্শন বালকের আকৃতিতে আগমণ করে এবং ঐ লোকদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে এমনকি তাদেরকে নোংরা কাজে লিপ্ত করার মধ্যে সফল হয়ে যায়। আর এ অপকর্মে তাদের এমন স্বাদ লাগিয়েছিল যে, ঐ কাজে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটির প্রভাব এতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল যে, তারা মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে তাদের কামনা মিঠাতে শুরু করে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৬ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلَيْهِ السَّلَام তাদেরকে বুঝিয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এ লোকদেরকে এ অপকর্ম থেকে বাধা প্রদান করে যে বয়ান করেছিলেন তা পবিত্র কুরআনের ৮ম পারা সূরা আল আরাফের ৮০ ও ৮১ নং আয়াতে এই শব্দাবলীর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۸۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা এমন নির্লজ্জ কাজ করছ পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে এ ধরণের কাজ কেউ করেনি। তোমরা মহিলাদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে উত্তেজনার সহিত মিলিত হচ্ছো। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণময় বাণী শুনার পরও ঐ নির্লজ্জ সম্প্রদায় মাথা নত করে মেনে না নিয়ে উল্টো যে বেপরোয়া উত্তর দিয়েছে, সেটি পবিত্র কুরআনুল করিমে ৮ম পারা সূরা আল আরাফের ৮২ নং আয়াতে এ শব্দাবলীর মাধ্যমে হয়েছে:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۸۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাঁর সম্প্রদায়ের কোন উত্তরই ছিলনা কিন্তু এ কথাই বলল যে, তাদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও! এসব লোক তো পবিত্রতা চায়।

লুত সম্প্রদায়ের উপর চরম শাস্তি অবতীর্ণ হলো

যখন লুত সম্প্রদায়ের গোড়ামি এবং অপকর্মের বদঅভ্যাস সীমার বাইরে চলে যায় তখন **আল্লাহ্ তাআলার** আযাব এসে যায়। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কিছু ফিরিশতা নিয়ে সুদর্শন বালকের আকৃতি ধারণ করে মেহমান হিসেবে হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট আগমন করেন। এ মেহমানদের সুন্দর আকৃতি এবং সম্প্রদায়ের অপকর্মের বদঅভ্যাস নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام অনেক চিন্তিত হয়ে পড়েন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কিছুক্ষণ পর ঐ অপকর্মকারীরা হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পবিত্র ঘর ঘেরাও করে ফেললো এবং এ মেহমানদের সাথে অপকর্মের লিপ্ত হওয়ার খারাপ উদ্দেশ্য ঘরের দেয়ালের উপর আরোহণ করতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام খুব করুণভাবে তাদেরকে বুঝালেন। কিন্তু তারা তাদের এ খারাপ উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকলো না, হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে চিন্তিত অবস্থায় দেখে হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে **আল্লাহ্**র নবী! আপনি চিন্তিত হবেন না। আমরা ফেরেশতা, আর আমরা এ অপকর্মকারীদের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে আযাব নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। আপনি মু'মিনগণ ও আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে সকাল হওয়ার আগে আগে এ গ্রাম থেকে দূরে কোথাও চলে যাবেন। কিন্তু সাবধান! কোন ব্যক্তি যেন পিছনে ফিরে এ গ্রামবাসির দিকে না দেখে, নতুবা সেও ঐ আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। অতএব হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের পরিবার এবং ঈমানদারদেরকে সাথে নিয়ে গ্রাম থেকে বাইরে চলে গেলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ শহরের পাঁচটি গ্রামকে নিজের পাখায় তুলে আসমানের দিকে উঠলেন আরর সামান্য উপরের দিকে নিয়ে গিয়ে গ্রামগুলোকে জমিনের দিকে উল্টিয়ে দিলেন। অতঃপর তাদের উপর এমন জোরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হলো যে, লুত সম্প্রদায়ের লোকদের লাশগুলোর চিহ্নও উড়ে গেলো। ঠিক ঐ সময় যখন ঐ শহর উলোট-পালট হচ্ছিলো তখন হযরত লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর একজন স্ত্রী যার নাম "ওয়াঈলা" ছিলো। যে বাস্তবে মুনাফিকা ছিলো আর যে সম্প্রদায়ের অপকর্মকারীদের সাথে মুহাব্বত রাখতো, সে পিছনে তাকিয়ে দেখে নিলো আর তার মুখ থেকে বের হলো: হায়! আমার সম্প্রদায়। এটা বলার পর দাড়িয়ে গেলো অতঃপর **আল্লাহ্**র আযাবের একটি পাথর তার উপরও গিয়ে পড়লো আর সেও ধ্বংস হয়ে গেলো। ৮ম পারা সূরা আল আরাফ আয়াত নং ৮৩ এবং ৮৪ তে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

فَاَنْجَیْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ ﴿۸۳﴾ وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۸۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে রক্ষা করেছি কিন্তু তাঁর স্ত্রী, সে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। এবং আমি তাদের উপর এক (প্রকার শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করেছি সুতরাং দেখো অপরাধীদের কী পরিণাম হয়েছিলো।

বদকার সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত প্রতিটি পাথরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিখা ছিল, যে ঐ পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল।

(আজায়েবুল কুরআন, ১১০-১১২ পৃষ্ঠা। তাফসিরে সাবী, ২য় খন্ড, ৬৯১ পৃষ্ঠা)

পাথর পিছু নিয়েছে!

হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে মক্কাতুল মুকার্‌রমাতে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا তে এসেছিল, তার নামের পাথরটি সেখানে পৌঁছে যায় কিন্তু ফেরেশতারা এটা বলে বাধা দিলো যে, এটি **আল্লাহ্ তাআলা**র হেরম, এমনকি ঐ পাথরটি ৪০ দিন পর্যন্ত হেরমের বাইরে জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলে থাকে। যখনই ঐ ব্যবসায়ী (কাজ থেকে) অবসর হয়ে মক্কা মুকার্‌রমা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا থেকে বের হয়ে হেরমের বাইরে চলে আসলো, তখন ঐ পাথরটি তার উপর পতিত হলো তার সে সেখানেই ধ্বংস হয়ে গেলো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৬ পৃষ্ঠা)**

শুয়োর সমকামি হয়ে থাকে

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه বলেন: অশ্লীলতা (অপকর্ম) এমন গুনাহ, যা বিবেকও খারাপ মনে করে। কুফুরী যদিওবা নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহ, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা** একে ফাহেশা (অশ্লীলতা) বলেননি। কেননা, মানুষের আত্মা এটিকে ঘৃণা করে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

জ্ঞানী বলা হয় এমন ব্যক্তিরা এতে জড়িত। কিন্তু সমকামিতা এটা এমন মন্দ বিষয়, শুয়োর ব্যতিত জন্তুরাও যেটাকে ঘৃণা করে। ছেলেদের সাথে (সমমৈথুন) কুকর্ম করা জঘন্য হারাম। এটির অকাট্য হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির। সমকামি পুরুষ স্ত্রীর সাথে মিলনের ক্ষমতা রাখেনা।

(নূরুল ইরফান, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে সবচাইতে বেশি অপছন্দনীয় গুনাহ

হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একবার শয়তানকে প্রশ্ন করলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সবচাইতে বেশি অপছন্দনীয় গুনাহ কোনটি? শয়তান বলল: **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সবচাইতে অপছন্দনীয় গুনাহ হলো; পুরুষ পুরুষের সাথে এবং মহিলা মহিলার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যৌন বাসনা পূর্ণ করা। (রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা) **খাতামুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন পুরুষ পুরুষের সাথে হারাম কাজে (কুকর্মে) লিপ্ত হয়, এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যিনাকারী আর যখন মহিলা মহিলার সাথে হারাম কাজে (কুকর্মে) লিপ্ত হয়, তখন তার উভয়ে যিনাকারীনি।" **(আস্ সুনানুল কুবরা, ৮ম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৩৩)**

তিন ধরণের কিশোর আসক্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; শেষ যুগে কিছু মানুষকে "লুতিয়া" (সমকামি) বলা হবে, আর এরা তিন ধরণের হবে। (১) তারাই যারা যৌন উত্তেজনা সহকারে শুধু কিশোরের আকৃতি দেখবে এবং উত্তেজনা সহকারে তাদের সাথে কথা-বার্তা বলবে। (২) যারা যৌন উত্তেজনা সহকারে তাদের সাথে হাত মিলাবে এবং আলিঙ্গনও করে। (৩) যারা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হবে। তাদের সকলের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র অভিশাপ, কিন্তু যে তাওবা করে নিবে। (তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার তাওবা কবুল করবেন এবং সে অভিশাপ থেকে সুরক্ষিত থাকবে।)

(আলফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪২৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

জ্বলন্ত লাশ সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একবার জঙ্গলে দেখলেন যে, এক "পুরুষের" উপর আগুন জ্বলছে। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পানি নিয়ে আগুন নিভাতে চাইলেন, তখন আগুন এক সুদর্শন বালকের আকৃতি ধারণ করলো। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ্!** এ দুজনকে তাদের আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দাও যাতে আমি তাদের কাছ থেকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি। অতঃপর লোকটি ও সুদর্শন বালকটি আগুন থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটি বলতে লাগলো: ইয়া রূহাল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام! আমি এ সুদর্শন বালকের সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম, আফসোস! যৌন উত্তেজনার পরাস্ত হয়ে আমি বৃহস্পতিবার রাতে তার সাথে অপকর্ম করে ফেলি। পরের দিনও কুকর্ম করি। এক উপদেশ দানকারী **আল্লাহ্ তাআলা**র ভীতি প্রদর্শন করলো। কিন্তু আমি মানিনি। অতঃপর আমরা উভয়ে মৃত্যুবরণ করলাম। এখন পালাক্রমে আগুন হয়ে একে অন্যকে জ্বালিয়ে থাকি আর আমাদের এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। **আল্লাহ্ তাআলা**র পানাহ! **(নুযহাতুল মাজালিস, ২য় খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)**

আমরদ (সুদর্শন বালক)ও জাহান্নামের হকদার!

আমরদের (তথা সুদর্শন বালকদের) সাথে বন্ধুত্বকারীগণ শয়তানের আক্রমণ থেকে সাবধান! নিশ্চয় শুরুতে নিয়্যত পরিস্কারই থাকুক না কেন, কিন্তু শয়তান ধোঁকা দিতে দেরী হয়না। সুদর্শন বালকের সাথে বন্ধুত্বকারীর কিছু না হোক তবে কুদৃষ্টি ও যৌন উত্তেজনা সহকারে শরীর স্পর্শ হওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচাতো খুবই কঠিন হয়ে থাকে। এটাও মনে রাখবেন! যদি আমরদ (সুদর্শন বালক) সন্তুষ্ট চিত্তে বা টাকা কিংবা চাকরী ইত্যাদির লোভে অপকর্ম করায় তবে সেও গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

লুত সম্প্রদায়ের কবরস্থানে

হযরত সায়্যিদুনা "ওয়াকী" رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের মত কুকর্ম করতে থাকবে এবং তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে, তবে দাফনের পর তাকে লূত সম্প্রদায়ের কবরস্থানে স্থানান্তরীত করে দেয়া হবে এবং তার হাশর লূত সম্প্রদায়ের সাথে হবে। (অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন লুত সম্প্রদায়ের সাথে উঠবে) **(ইবনে আসাকির, ৪৫তম খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা)**

সমকামির দুনিয়াতে শাস্তি

হানাফী মাযহাবে সমকামীর (অপকর্মকারীর) শাস্তি হলো, যেন তার উপর দেয়াল ফেলা হয় অথবা উঁচু স্থান থেকে তাকে উপুড় করে যেন ফেলে দেয়া হয় এবং তার উপর যেন পাথর নিক্ষেপ করা হয় অথবা তাকে মারা যাওয়া পর্যন্ত বন্ধী করে রাখা। অথবা তাওবা করে নিবে। অথবা কয়েকবার যদি এ কুকর্ম করে থাকে তবে ইসলামী বাদশাহ্ তাকে হত্যা করবে। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩, ৪৪ পৃষ্ঠা)** জনসাধারণের জন্য বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগের অনুমতি নেই, শুধুমাত্র ইসলামী শাসনকর্তা শাস্তি প্রদান করবে।

অপকর্মকে জায়েয মনে করা কেমন?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত, ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ৩৯৭ থেকে ৩৯৮ পৃষ্ঠায় দু'টি প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন:

প্রশ্ন: যে অপকর্মকে জায়েয মনে করে অথবা জায়েয বলে, সে কি মুসলমান থাকবে?

উত্তর: না! সে কাফির হয়ে যাবে। ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: যে ব্যক্তি ইজমার মাধ্যমে হারাম হওয়া বিষয়কে অস্বীকার করলো অথবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলো, সে কাফির। যেমন- মদ পান, যিনা (ব্যভিচার), সমকামিতা, সুদ ইত্যাদি। **(মিনাহুর রওদ, ৫০৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহকামিতা হালাল হওয়ার উক্তিকারীদের সম্পর্কে বলেন: সহকামিতাকে বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উক্তিকারী কাফির।

(ফতোওয়ায়ে রবযীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৯৪ পৃষ্ঠা)

"হায়! অপকর্ম যদি জায়েয হতো" বলা কুফরী

প্রশ্ন: ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে জায়েজ বলেনি কিন্তু এটা আশা করে যে, হায়! অপকর্ম যদি জায়েয হতো।

উত্তর: এ আশাটাও কুফরী। আল বাহরুর রায়িক, ৫ম খন্ডের ২০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: যে হারাম কাজ কখনো হালাল হয়নি, সেগুলো সম্পর্কে হালাল হওয়ার আশা করাটাও কুফরী। উদাহরণ স্বরূপ: এটা আশা করা যে, হায়! জুলুম, ব্যভিচার, অন্যায় ভাবে হত্যা যদি হালাল হতো।

পেশ ইমামের কারামত

হে আল্লাহ্ তাআলার রহমত দ্বারা জান্নাতুল ফিরদৌসে মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষী! কুকর্ম থেকে বাঁচার জন্য দৃষ্টি হিফাযতও জরুরী। কেননা, এটা এই ভয়ানক গুনাহের প্রথম সিঁড়ি। কুদৃষ্টির ধ্বংসলীলার এক ঝলক লক্ষ্য করুন। যেমন- হাফিয আবু আমর মাদরাসাতে কুরআনে পাক পড়াতেন। একবার এক সুদর্শন বালক পড়ার জন্য আসলো। তার প্রতি নোংরা আসক্তি নিয়ে দেখতেই তার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ ভুলিয়ে দেয়া হলো। তিনি বিনীত ভাবে তাওবা করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে হাজির হয়ে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে দোয়া চাইলেন। তিনি বললেন: এ বছরই হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করো এবং মিনা শরীফের মসজিদুল খাইফ শরীফে গিয়ে সেখানকার পেশ ইমামের মাধ্যমে দোয়া করাও।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সুতরাং (সাবেক) হাফিয সাহেব হজ্ব করলেন এবং মসজিদুল খাইফ শরীফে যোহরের পূর্বে হাজির হলেন। একজন নূরানী চেহারা বিশিষ্ট পেশ ইমাম সাহেব মানুষের মাঝে মেহরাবের মধ্যে বসা ছিলেন। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি আসলেন, ইমাম সাহেবসহ সবাই দাঁড়িয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন নবাগত ব্যক্তিটিও ঐ মজলিশে বসে পড়লেন। আযান হলো আর যোহরের নামাযের পর লোকেরা এদিক-সেদিক চলে গেলো। ইমাম সাহেবকে একাকী পেয়ে (সাবেক) হাফিয সাহেব সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম ও হাত চুমু দেওয়ার পর কান্নারত অবস্থায় ঘটনা বর্ণনা করে দোয়ার আবেদন করলেন। পেশ ইমাম সাহেব দোয়া করতেই সম্পূর্ণ কুরআনে মাজীদ পুনরায় স্মরণে এসে গেলো। ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাকে আমার ঠিকানা কে দিয়েছে? আরয করলো: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আচ্ছা! তিনি আমার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন, এখন আমিও তাঁর গোপন রহস্য খুলে দিচ্ছি, শুনো! যোহরের পূর্বে যার আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছিলো তিনি ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তিনি আপন কারামত দ্বারা বসরা শরীফ থেকে এখানে মিনা শরীফের মসজিদুল খাইফে এসে প্রতিদিন যোহরের নামায আদায় করে থাকেন। (তাযকিরাতুল আওলিয়া থেকে সংকলিত, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আখেরী ওমর হে কিয়া রওনকে দুনিয়া দেখোঁ
আব তো বছ একহি ধুন হে কে মদীনা দেখোঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

স্মরণশক্তি ধ্বংস হওয়ার একটি কারণ

হে মদীনার দিদারের প্রত্যাশী আশেকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! আমরদ (সুদর্শন বালকদের) (যার এখনো দাঁড়ি গজায়নি) প্রতি নোংরা উত্তেজনা সহকারে দেখাতেও স্মরণশক্তি ধ্বংস হতে পারে। আজকাল সর্বত্রই স্মরণশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ ব্যাপকভাবে শুনা যাচ্ছে। হাফিযদের এক বিরাট অংশ স্মরণশক্তির দূর্বলতার এ বিপদে আক্রান্ত রয়েছে আর অনেকে তো কুরআনে পাকই ভুলিয়ে দেয়া হয়। (কুরআন শরীফ কিংবা অমুক আয়াত "ভুলে" গেছে বলার পরিবর্তে "ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে" বলা যথাযথ), কুদৃষ্টি ও **T.V.** ইত্যাদিতে সিনেমা-নাটক দেখা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ এবং এর দ্বারা স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। স্মরণশক্তি দূর্বল হওয়ার আরো অনেক কারণ রয়েছে। এজন্য সাবধান! কোন হাফিয সাহেবের মান্‌জিল দূর্বল হওয়া অবস্থায় শুধু নিজের বিবেক দ্বারা এ মানসিকতা তৈরী করা যে, কুদৃষ্টির কারণে এমন হয়েছে এটা কুধারণা। আর মুসলমানের প্রতি কুধারণা করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

দুই আমরদ (সুদর্শন বালক) আসক্ত মুয়ায্যিনের ধ্বংসলীলা

হে ঈমান হিফাযতের চিন্তায় চিন্তিত মদীনার আশিকরা! অপকর্মের সুযোগ না আসলেও কুদৃষ্টি দিয়ে সুদর্শন বালকের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখা এবং বন্ধুত্ব করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্তর কাঁপানো একটি ঘটনা পাঠ করুন এবং **আল্লাহ্**র ভয়ে প্রকম্পিত হোন। যথা- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কা'বা শরীফের তাওয়াফে লিপ্ত ছিলাম। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে কা'বা শরীফের গিলাফ জড়িয়ে ধরে একটি দোয়াই বারবার করছিলো: "হে **আল্লাহ্**! আমাকে দুনিয়া থেকে মুসলমান হিসেবেই মৃত্যু দান করিও।"

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এটি ছাড়া অন্য কোন দোয়া কেন করছোনা? সে বললো: "আমার দুই ভাই ছিলো। আমার বড় ভাই ৪০ বছর যাবৎ মসজিদে বিনা বেতনে আযান দিতে থাকে যখন তার মৃত্যুর সময় আসলো তখন সে কুরআনে পাক চাইলো। আমরা তাকে দিলাম যেন সেটি থেকে বরকত লাভ করে। কিন্তু কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে সে বলতে লাগলো: "তোমরা সকলে স্বাক্ষী হয়ে যাও যে, আমি কুরআনের সকল বিশ্বাস ও বিধানাবলীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। আর খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করছি।" একথা বলার পর সে মারা গেলো। অতঃপর অপর ভাইটি ৩০ বছর যাবৎ মসজিদে বিনা বেতনে আযান দেয়, কিন্তু সেও শেষ সময়ে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে স্বীকার করে আর মারা যায়। এজন্য আমি নিজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে খুবই চিন্তিত আর সর্বদা ঈমান সহকারে মৃত্যু লাভের জন্য দোয়া চাইতে থাকি। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার দু'ভাই এমন কি গুনাহ করতো (যার কারণে তাদের এ অবস্থা হলো)? সে বললো: "তারা পরনারীর প্রতি অন্তরঙ্গতা রাখতো, আর আমরদদেরকে (সুদর্শন বালকদেরকে) যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখতো।" (আর রওযুল ফায়িক, ১৭ পৃষ্ঠা)

আত্তার হে ঈমান কি হিফাযত কা সোয়ালি
খালি নেহি জায়েগা দরবারে নবী ছে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চেহারার মাংস ঝরে পড়লো

এক বুযুর্গকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: আমাকে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে পেশ করা হলো আর আমার গুনাহ গননা শুরু করা হলো।

www.dawateislami.net

আমি স্বীকার করতে রইলাম আর তা ক্ষমা হতে লাগলো। কিন্তু একটি গুনাহের ব্যাপারে লজ্জায় চুপ হয়ে গেলাম। আর দেখতে না দেখতেই আমার চেহারার চামড়া ও মাংস সবকিছু ঝরে পড়লো। স্বপ্ন দ্রষ্টা জিজ্ঞাসা করলো: অবশেষে ঐ গুনাহটি কি ছিলো? বললেন: আফসোস! একবার আমি এক আমরদের (সুদর্শন বালকের) প্রতি যৌন উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছিলাম।

(কীমিয়ায়ে সাআ'দাত, ২য় খন্ড, ১০০৬ পৃষ্ঠা)

যৌন উত্তেজনা সহকারে পোশাক-পরিচ্ছদ দেখাও হারাম

হে আল্লাহ্‌র ভয় এবং নবী প্রেম সম্পন্ন ইসলামী ভাইয়েরা! কম্পিত হোন! সুদর্শন বালককে উত্তেজনা সহকারে দেখার যদি এরূপ ভয়ানক পরিণতি হয় তবে জানিনা কুকর্ম করার শাস্তি কিরূপ মারাত্মক হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; ছেলে যখন বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং সে সুন্দর না হয়, তবে সৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে তার এটিই হুকুম যা পুরুষের হুকুম। আর সুন্দর হলে, তবে মহিলার জন্য যে হুকুম তার জন্য অর্থাৎ যৌন উত্তেজনা সহকারে তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হারাম এবং যৌন উত্তেজনা না থাকলে, তবে তার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারবে আর তার সাথে একাকীও অবস্থান করা জায়েয। যৌন উত্তেজনা না হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তার নিশ্চত ধারণা হয় যে, দৃষ্টি দেওয়ার দ্বারা যৌন উত্তেজনা আসবে না এবং যদি তার আশঙ্কাও হরে তবে কখনো দৃষ্টি দিবেন না। চুমু দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়াও যৌন উত্তেজনা সীমানায় অন্তর্ভূক্ত। **(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)** মনে রাখবেন! সুদর্শন বালকের শুধুমাত্র চেহারাকেই যৌন উত্তেজনা সহাকারে দেখা গুনাহ নয়, দৃষ্টি নত থাকা সত্ত্বেও আমরদ (সুদর্শন বালকের) বুক কিংবা হাত পা ইত্যাদি বরং কেবল পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিই যদি দৃষ্টি পড়ে থাকে আর নোংড়া উত্তেজনা এসে থাকে তবে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ দেখাও গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

যদি কোন সুদর্শন বালকের প্রতি বারবার দেখতে মন চাইছে আর নোংড়া উত্তেজনার কারণে সেখানে থেকে সরতে মন চাইছেনা। যদি তাই হয়, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যান। যদি **আল্লাহ্**র পানাহ! যৌন উত্তেজনা সত্ত্বেও তাকে দেখলো বা সেখানে অবস্থান করলো, তবে গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হবে।

ভয়ানক সাপের আঘাত

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখা গেলো যে, তাঁর অর্ধ চেহারা কালো হয়ে গেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন: জান্নাতে যাওয়ার সময় জাহান্নামের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করছিলাম, একটি ভয়ানক সাপ বেরিয়ে আসলো এবং সেটা আমার চেহারার উপর একটি মারাত্মক আঘাত করে বললো: তুমি অমুক দিন এক আমরদকে (সুদর্শন বালককে) যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখেছিলে, এটা ঐ কুদৃষ্টির শাস্তি। যদি তুমি আরো বেশি দেখতে তবে আমিও আরো অধিক শাস্তি দিতাম। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা)**

যৌন পূঁজারীর বিভিন্ন ধরণ

কিয়ামতের দিন মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাস্বোজ্জ্বল নূর বর্ষণকারী চমৎকার আকৃতি দেখার প্রত্যাশী হে আশিকানে রাসূলগণ! চিন্তা করুন! যখন যৌন উত্তেজনার দৃষ্টিতে দেখার পরিণতি এরূপ ভয়ানক হয় তবে যৌন উত্তেজনা সত্ত্বেও বালকের মুছকি হাসি দ্বারা আনন্দ লাভ করা, বরং 'স্বয়ং তার সামনে নোংরা স্বাদ নিয়ে এজন্য মুছকি হাসা, যাতে সেও মুছকি হাসে, এটি কেমন ধ্বংসাত্মক হবে! এমনকি সুদর্শন বালকেরর সাথে আরো এসকল কাজ যৌন উত্তেজনা করাও হারাম। তার সাথে বন্ধুত্ব ও হাসি-ঠাট্টা করা, তাকে উত্তেজিত করে, রাগান্বিত করে নোংরা স্বাদ লাভ করা, তাকে মোটর সাইকেলে সামনে বা পিছনে আরোহন করানো,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

তার সাথে জড়িয়ে পড়া তার সাথে হাত মিলানো, আলিঙ্গন করা, তার সাথে নিজের শরীর স্পর্শ করা, তার দ্বারা নিজের মাথা, পা অথবা কোমর ইত্যাদি টিপানো, রোগাক্রান্ত ও অন্যান্য অবস্থায় উঠতে-বসতে তার হাতের সাহায্য নেয়া, তার থেকে সেবা নেয়া, তাকে নিজের ঘরে কর্মচারী হিসাবে রাখা, তামাসাচ্ছলে তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলে দেয়া, তার হাত ধরে বা তার কাঁধে হাত রেখে পথ চলা, ইজতিমা ইত্যাদিতে তার পাশে বসা, তার পাশে বসে তার রানের উপর নিজের হাঁটু রাখা, অথবা তার হাঁটু নিজের রানে থাকতে দেয়া, **আল্লাহ্‌**র পানাহ! মসজিদের ভিতর জামাআত সহকারে নামাযে তার সাথে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। **মাসয়ালাঃ** জামাআতে এইভাবে মিলে দাঁড়ানো ওয়াজিব যেন কাঁধের সাথে কাঁধ মিলে থাকে। অর্থাৎ একজনের কাঁধ অপরজনের কাঁধের সাথে ভালভাবে মিলে থাকে, অবশ্য যদি পাশে সুদর্শন বালক দাঁড়ায় ও কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোতে যৌন উত্তেজনা আসে তবে সেখান থেকে সরে পড়ুন, নয়তো গুনাহগার হবেন।

চুমু দেয়ার শাস্তি

বর্ণিত আছে; "যে কোন বালককে (যৌন উত্তেজনা সহকারে) চুমু দিবে তাকে পাঁচশত বৎসর জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে।" **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৬ পৃষ্ঠা)** হে জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবেনা এমন অসহায় মানব সন্তান! যদি কখনো সুদর্শন বালকের সাথে কুদৃষ্টি বা চুমু দেয়া ইত্যাদি যেকোন গুনাহ করে বসেছেন তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কেঁপে উঠুন আর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে ঝুকে পড়ুন, সুদর্শন বালকের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকার জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী উপদেশ দাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না, শয়তানের ফুঁসলানোতে রাগান্বিত হয়ে, জোর কাটিয়ে, উপদেশদাতাকে দলীল প্রমাণের মধ্যে ফাঁসিয়ে, তার উপর নিজের পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করে হয়তো কিছু দিনের জীবদ্দশায় আপনি অপমাণিত হওয়া থেকে বেঁচেও যান কিন্তু মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা** অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

চুপ কে লোগো ছে কিয়ে জিছ কে গুনাহ্
ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

কুদৃষ্টি দেওয়ার দ্বারা আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে

সুলতানে মদীনা, রাহাতে কলব ও সিনা, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা হয়তোবা নিজের দৃষ্টিকে নত রাখবে এবং আপন লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে, নতুবা **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিবেন।"

(আল মুজামুল কবির লিত তাবরানী, ৮ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮৪০)

কবরে পোকা-মাকড় সর্বপ্রথম তোমার চোখ ভক্ষণ করবে

মহিলা বা পুরুষের দিকে কুদৃষ্টি প্রদানকারীরা সাবধান! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নছীহতো কে মাদানী ফুল"** এর ৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: (**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আদম সন্তান!) আমার হারাম কৃত বস্তু সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিও না। কবরে পোকা-মাকড় সর্বপ্রথম তোমার চোখ ভক্ষণ করবে। স্মরণ রাখো! হারামের প্রতি দৃষ্টি এবং সেটির মুহাব্বতের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর কাল কিয়ামতের দিন আমার সামনে দাঁড়ানোকে স্মরণ রাখো! কেননা আমি সামান্য সময়ের জন্যও তোমার গোপন বিষয় হতে বেখবর নই। নিশ্চয় আমি অন্তরের খবর জানি।

দৃষ্টি হিফাযতকারীর জন্য জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা

যে সুদর্শন বালক এবং বেগানা মহিলা ইত্যাদির উপস্থিতিতে নিজের দৃষ্টিকে নত রাখে, নিজ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে এবং তাদের দেখা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, সে শত ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। যেমনিভাবে "নছিহতো কি মাদানী ফুল" এর ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে;

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: "যে আমার হারাম কৃত বস্তু সমূহ থেকে নিজের চক্ষুকে (নত রাখে) (অর্থাৎ তা দেখা থেকে রক্ষা করেছে) আমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করব।"

শয়তানের বিষাক্ত তীর

আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মাহবুব, দানায়ে গুয়ুব, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হাদীসে কুদসী (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** বাণী) হচ্ছে; দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের তীর সমূহ হতে একটি বিষাক্ত তীর, সুতরাং যে আমার ভয়ে তা পরিহার করে, তবে আমি তাকে এমন ঈমান প্রদান করব, যার মিষ্টতা সে তার হৃদয়ের মাঝে অনুভব করবে।"

(আল মুজামুল কবির লিত তাবরানী, ১০ম খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৩৬২)

সুদর্শন বালকের সাথে একাকী অবস্থান হিংস্রজন্তুর সাথে অবস্থান করার চেয়েও বিপদজনক

একজন তাবেয়ী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "আমি একজন **আল্লাহ্** ওয়ালা যুবকের সাথে সুদর্শন দাঁড়ি বিহীন বালকের বসাকে সাতটি হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ানক মনে করি।" তিনি আরো বলেন: "কোন ব্যক্তি একই ঘরে কোন আমরদের (সুদর্শন বালকের) সাথে যেন একাকী রাত্রি যাপন না করে। ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সুদর্শন বালককে মহিলার উপর ধারণা করে ঘর, দোকান অথবা গোসল খানায় একসাথে একাকী অবস্থান করাকে হারাম বলেছেন। কেননা, **শফীউল মুজনিবীন, আনিসুল গরীবিন, রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোন বেগানা মহিলার সাথে একাকী অবস্থান করে, তখন সেখানে তৃতীয় আরেকজন শয়তান থাকে।" **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৭২)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সুদর্শন বালক (আমরদ) মহিলা থেকেও বেশি বিপদজনক!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: যে আমরদ (সুদর্শন বালক) মহিলা থেকে বেশি সুন্দর হয় তার মধ্যে ফিতনাও বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে মহিলার তুলনায় তার সাথে অপকর্ম করার সম্ভাবনা বেশি হয়ে থাকে। তাই তার সাথে একাকী অবস্থান করা আরো বেশি হারাম। **(আয্‌যাওয়াজির আনিকতিরাফিল কাবায়ির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)** হানাফীদের মতে, যৌন উত্তেজনা না থাকলে সুদর্শন বালকের (আমরদের) সাথে একাকী অবস্থান করা হারাম নয়। কিন্তু কিছু শাফেয়ীদের মতে আমরদের সাথে একাকী অবস্থান করা সাধারণ ভাবে হারাম হওয়া আমাদেরকে সতর্কতার শিক্ষা দেয়।

আমরদের (সুদর্শন বালকের) সাথে ১৭ জন শয়তান থাকে

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক গোসলখানায় প্রবেশ করলেন, তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাছে এক আমরদ (অর্থাৎ দাঁড়ি বিহীন বালক) আগমন করলো, তখন তিনি বললেন: তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও কেননা আমি প্রত্যেক বেগানা মহিলার সাথে একজন শয়তান এবং প্রত্যেক আমরদের (সুদর্শন বালকের) সাথে ১৭জন শয়তান দেখি। **(প্রাগুক্ত)**

আমরদ হলো আগুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুক এবং আমরদের গুনাহে ভরা সঙ্গ থেকে সারা জীবন রক্ষা করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুতরাং পরিপূর্ণ মানসিকতা তৈরী করুন যে, কুদৃষ্টির বিপদ এবং সুদর্শন বালকের সঙ্গ লাভের মুসিবত থেকে সর্বদা নিজেকে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রক্ষা করব। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"গীবত কি তাবাহ্‌কারীয়া"** এর ২৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে:

www.dawateislami.net

সাবধান! আমরদ (সুদর্শন বালক) হলো আগুন! আমরদের সঙ্গ, তার সাথে বন্ধুত্ব তার সাথে ঠাট্টা-মশকরা, একে অপরের সাথে কুস্তি, টানাটানি, জড়াজড়ি, শয়ন ইত্যাদি কাজ জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারে। আমরদ থেকে দূরে থাকাই হচ্ছে নিরাপত্তা যদিওবা ঐ বেচারার কোন অপরাধ নেই। আমরদ হওয়ার কারণে তার অন্তরে কষ্ট দেয়া যাবে না, কিন্তু তার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচানো অতি জরুরী। কখনো আমরদকে মোটরসাইকেলে নিজের পিছনে বসাবেন না এবং নিজেও তার পিছনে বসবেন না। কেননা, আগুন সামনে হোক বা পিছনে তার তাপ উভয়াবস্থায় লাগবে। যৌন উত্তেজনা না থাকলেও আমরদের সাথে কোলাকুলি করার মধ্যে যৌন ফিতনার আশঙ্কা থাকে, আর উত্তেজনা থাকলে কোলাকুলি বরং হাত মিলানোও হারাম বরং ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: উত্তেজনার সাথে আমরদের (সুদর্শন বালকের) প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম। **(দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯১ পৃষ্ঠা। তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)** তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ বরং পোশা থেকেও দৃষ্টিকে হিফাযত করুন। তার কল্পনা করার দ্বারা যদি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা থেকেও বেঁচে থাকুন, তার কোন লেখা অথবা কোন বস্তু যার কারণে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে সম্পর্কিত সকল বস্তু থেকে দৃষ্টিকে হিফাযত করুন। এমনকি তার ঘরের দিকেও দেখবেন না। যদি তার পিতা অথবা বড় ভাই ইত্যাদিকে দেখার কারণে তার কল্পনা সৃষ্টি হয় এবং যৌন উত্তেজনা চলে আসে, তবে তাদের দিকেও দৃষ্টি দিবেন না।

আমরদের সাথে ৭০জন শয়তান থাকে

আমরদের মাধ্যমে কৃত নিকৃষ্ট ও ধোকাবাজ শয়তানের ধ্বংসলীলা থেকে সাবধান করে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে; মহিলার সাথে দুইজন শয়তান থাকে আর আমরদের (সুদর্শন বালকের) সাথে ৭০জন শয়তান থাকে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৭২১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমরদ (সুদর্শন বালক) ভাগিনাকে সাথে নিয়ে বের হয়ো না!

এক ব্যক্তি হাম্বলী মাযহাবের মহান ইমাম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হল, তার সাথে এক সুদর্শন বালক ছিলো। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সাথে এটা কে? তিনি বললেন: এটা আমার ভাগিনা। বললেন: ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে আমার কাছে আসবে না এবং তাকে সাথে নিয়ে রাস্তায়ও বের হবে না। যেন কোন অপরিচিত লোক তোমাকে এবং তাকে নিয়ে কুধারণা না করে। (আয্যাওয়াজির, ২য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)

পরহেজগারেরাও ফেঁসে যায়

এক বুযুর্গকে رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ একবার শয়তান বললো: দুনিয়ার সম্পদের মুহাব্বত থেকে বাঁচতে তো আপনার মতো অনেক লোক সফল হয়ে যায়, কিন্তু আমার নিকট আমরদের আকর্ষণের জাল এরূপ যে, এর মধ্যে বড় বড় পরহেযগারদেরকে ফাঁসিয়ে দিই।

আমরদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরদ তথা দাঁড়ি বিহীন সুদর্শন বালক সাধারণত পুরুষের জন্য আর্কষণীয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্বয়ং আমরদের কোন অপরাধ থাকে না। এটা নিয়ে কোন আমরদের মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ, সুতরাং পুরুষের উচিত তার কাছ থেকে দূরে থাকা। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আমরদ (সুদর্শন বালক) থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কঠোর তাকিদ দিয়েছেন। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"জাহান্নাম মে লে জানেওয়ালে আমাল"** ২য় খন্ডের ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: এ কারণে **আল্লাহ্**র নেক্‌কার বান্দাগণ আমরদকে (সুদর্শন বালককে) (উত্তেজনা ছাড়াও) দেখা, তাদের সাথে মেলা-মেশা করা, (যৌন উত্তেজনা না থাকলেও) তাদের সাথে উঠা-বসা করা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে জোরালো তাকিদ প্রদান করেছেন।

যৌন উত্তেজনার পরিচয়

বালককে দেখে জড়িয়ে ধরা বা চুমু দিতে মন চাওয়া, এসব যৌন উত্তেজনার আলামত। হ্যাঁ! তবে খুব ছোট্ট বাচ্চাকে যৌন উত্তেজনা ব্যতিরেকে চুমু দেয়াতে কোন সমস্যা নেই।

ইসলামী ভাইদের জন্য যৌন উত্তেজনা থেকে বাঁচার ১২টি মাদানী ফুল

(১) দাঁড়ী সম্পন্ন হোক বা দাঁড়ি বিহীন বরং পশুকে দেখেও যদি যৌন উত্তেজনা আসে তবে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম, (২) গবাদীপশু, জীবজন্তু এবং পাখিদের লজ্জাস্থান সমূহ এবং সেগুলোর মিলনের দৃশ্য বরং মাছি এবং কীট পতঙ্গের মিলনের দৃশ্যও নোংরা আসক্তির সাথে দেখা নাজায়েয ও গুনাহ। এমন পরিস্থিতিতে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিবেন বরং যেখানেই এগুলোর প্রভাব অনুভব করবেন, তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে যাবেন। (৩) যে সব লোক গবাদীপশু, পাখি এবং মুরগী সমূহ লালন-পালন করে তাদেরকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত, (৪) যদি উত্তেজনা আসে তবে নামাযের কাতারেও আমরদের পাশে দাঁড়াবেন না, (৫) দরস ও ইজতিমা ইত্যাদিতেও আমরদের (সুদর্শন বালকের) পাশে বসবেন না, (৬) ইজতিমা কিংবা নামাযের কাতারে যদি আমরদ নিকটে এসে পড়ে আর আপনি এখনও নামায শুরু করেননি এবং যৌন উত্তেজনার আশংকা যদি হয়ে থাকে, তবে তাকে না সরিয়ে আপনি নিজে সেখান থেকে সরে যান, (৭) আমরদকে দেখলে যার মাঝে যৌন উত্তেজনা আসে তার জন্য আমরদ থেকে দৃষ্টি সংরক্ষণ করা ওয়াজিব আর এ ধরনের স্থান সমূহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, যেখানে আমরদ থাকে। (৮) সাইকেলে সামনে বা পিছনে আমরদ নয় এমন কাউকেও এভাবে বসানো যে, তার রান ইত্যাদির সাথে হাঁটু লাগে এভাবে বসা উচিত নয়।

www.dawateislami.net

(৯) যদি উত্তেজনা আসে তবে অন্য কাউকে সামনে অথবা পিছনে মোটর সাইকেল বা সাইকেলে বসানো হারাম, (১০) সতর্কতা এর মধ্যে রয়েছে, দু'জন আরোহন কালিন বালিশ বা মোটা চাদর এভাবে মাঝখানে প্রতিবন্ধক করে দিন, যেন উভয়ের শরীরে প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের থেকে এরূপ আলাদা থাকে যে, একজনের শরীরের তাপ অন্যজনের নিকট না পৌঁছে, এর পরেও যদি কারো যৌন উত্তেজনা আসে তবে তৎক্ষণাৎ মোটর সাইকেল থামিয়ে পৃথক হয়ে যাবে, নতুবা গুনাহগার হবে, (১১) মোটর সাইকেলে তিনজন আরোহী লেগে বসা মারত্মক অপছন্দনীয় কাজ। তাছাড়া দুর্ঘটনার খুবই আশংকা থাকার কারণে এটা আইনতও অপরাধ এবং (১২) এ ধরনের ভিড় কিংবা লাইনে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রবেশ করা থেকে বেঁচে থাকবেন, যেখানে মানুষ একে অন্যের পিছনে লেগে দাঁড়ায়। আর যদি যৌন উত্তেজনা আসে তবে তা হারাম। স্মরণ রাখবেন! যে নিজেকে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করে, ব্যস! জেনে রাখুন তার উপর শয়তান সফল হয়ে গেছে।

ভিড়ের মধ্যে কারো প্রবেশ করা উচিত নয়!

ভিড় অথবা লাইনে যদি পিছন থেকে ধাক্কা লাগে তখন আমরদের উচিত তাড়া তাড়ি এ স্থান থেকে বের হয়ে যাওয়া, বরং যেখানে বেশি ভিড় এবং ধাক্কা-ধাক্কি হয় সেখানে আমরদকে প্রবেশ করানো উচিত নয়। কেননা তার কারণে যেন কোন ব্যক্তি গুনাহগার হয়ে না যায়। যখন কোন কিছু বন্টন করা হয় অথবা কাউকে দেখা বা কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য ভিড় হয় এমন স্থানে ঠেলা-ঠেলি থেকে আমরদ, যুবক সবাইকে বিরত থাকা চাই। সবার জানা আছে; কা'বা ঘরে প্রবেশ করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এমতাবস্থায় ভিড়ে প্রবেশ করা থেকে বাঁচার জন্য তাকিদ প্রদান করে সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শক্তিশালী পুরুষ (পবিত্র কা'বা ঘরে প্রবেশের সময় পদদলিত ও পিষ্ট হওয়া থেকে) আপনি যদি বেঁচেও যান, তবুও অন্যদেরকে ধাক্কা দিয়ে কষ্ট দেওয়া এটা জায়েয নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১১৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাওয়াফের মধ্যে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত, কিন্তু এর জন্য ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার জন্য অন্যকে কষ্ট দিবেন না এবং নিজেও ভিড়ে অবস্থান করবেন না। বরং হাত দ্বারা সেটার দিকে ইশারা করে চুম্বন করে নিবেন। (ফতোওয়ায়ে বযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৭৩৯ পৃষ্ঠা) অবশ্য যতটুকু সম্ভব ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করা থেকে দূরে থাকা উচিত, কখনো যেন আমাদের কারণে অন্য কেউ কষ্ট না পায়। আমি কতিপয় ইসলামী ভাইকে দেখেছি, ভিড় অবস্থায় দূরে অবস্থান করতে, প্রত্যেকেরই এমন করা উচিত, যদি কোন স্থানে ভিড়ের মধ্যে পড়ে যান তাহলে ধাক্কা-ধাক্কি হওয়ার আগে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু বের হওয়ার সময় যাতে কেউ কষ্ট না পায় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুদর্শন বালকের ব্যাপারে ইমাম আযমের কর্মপদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দরবারে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করার জন্য হাযির হলেন, তখন তিনি দাঁড়ি বিহীন ও সুদর্শন বালক ছিলেন। সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রথমে কুরআনে করীম হিজয করে নিন। তিনি এক সপ্তাহ পর পূনরায় ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করার জন্য হাজির হয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন: আমি বলেছিলাম হিফয করে নিন। কিন্তু আপনি পূনরায় চলে এসেছেন? (ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) আরয করলেন: হুযুর! হুকুম পালন পূর্বক হিফয করেই হাজির হয়েছি। এক সপ্তাহের মধ্যে কুরআনে করীম হিফয করার কথা শুনে ইমামে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তার মেধাশক্তি এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির দ্বারা খুবই প্রভাবিত হলেন। কিন্তু তার আকর্ষণের মধ্যে কমতি আনার উদ্দেশ্যে তার পিতা মহোদয়কে বললেন: তার মাথা মুণ্ডন করিয়ে দিন এবং তাকে পুরাতন কাপড় পরিধান করান।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

তিনি মাথা মুণ্ডন করে হাজির হন, তারপরও **আল্লাহ্**র ভয়ের কারণে সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে নিজের সামনে নয় বরং আপন পিঠ বা স্তম্ভের পিছনে বসিয়ে পাঠদান করতেন যেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি না পড়ে। **(মুলতাকাতা মিনাল মানাকিব লিল কারদারী, ২য় খন্ড, ১৪৮, ১৫৫ পৃষ্ঠা। রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা। শাজারাতি যাহাব লিইবনিল ইমাদ, ২য় খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা)**

আঁখো মে ছরে হাশর না ভর জায়ে কাহি আগ,
আঁখো পে মেরে ভাই লাগা কুফলে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুদর্শন বালকের (আমরদের) পরিচয়

এ ঈমান তাজাকারী ঘটনা থেকে শিক্ষকদের সাথে সাথে সুদর্শন বালকদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সুদর্শন বালকদের সাধারণতঃ নিজে আমরদ হওয়ার ব্যাপারে অনুভূতি থাকেনা। যাদের দাড়ি গজিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ চেহারায় খুব ভালোভাবে প্রকাশ না পায় এবং দাঁড়ি ঘন হয় না সাধারণতঃ তারা আমরদ হয়ে থাকে, আর অনেকে ২২ বছর পর্যন্ত আমরদ থাকে। অনেকের সম্পূর্ণ চেহারায় দাড়ি ঘনভাবে গজায়না, ফলে ২৫ বৎসর বা তারও অধিক বয়স পর্যন্ত আমরদ থাকে। আমরদ ছাড়াও যদি কোন পুরুষ যেমন আমরদের বড় ভাই বা বাবা বরং দাদাকে দেখেও যৌন উত্তেজনা আসে এবং নোংড়া স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্যে বারংবার তার দিকে দৃষ্টি যায়। তবে এখন দৃষ্টি দানকারী ঐ পুরুষ যদিওবা বৃদ্ধ হোক না কেন, তাকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম।

দেখনা হে তো মদীনা দেখিয়ে,
কুছ্রে শাহ্ কা নাযারা কুছ নেহি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আমরদকে উপহার দেয়া কেমন?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** এর ৩৩০ পৃষ্ঠা থেকে একটি উপকারী প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন:

প্রশ্ন: কোন পুরুষ যৌন উত্তেজনা পূরণের লক্ষ্যে আমরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাকে আরো বেশি আকৃষ্ট করার জন্য উপহার, দাওয়াত ইত্যাদির ব্যবস্থা করা কেমন?

উত্তর: এমন বন্ধুত্ব নাজায়েয ও হারাম। বরং ফোকাহায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: সুদর্শন বালকের (আমরদের) দিকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখাও হারাম। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা) এবং যৌন উত্তেজনার কারণে আমরদকে উপহার দেয়া বা তাকে দাওয়াত করাও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।

আমরদের (সুদর্শন বালকের) জন্য সতর্কতার ১৯টি মাদানী ফুল

(উল্লেখিত সতর্কতাগুলোর কারণে শরয়ী অনুমতি ব্যতীত পিতা-মাতা কিংবা পরিবারের সদস্যদেরকে অসন্তুষ্ট করবেন না।)

(১) ছেলেদের জন্য নিরাপত্তা এর মধ্যে রয়েছে, নিজের চেয়ে বয়সে বড়দের থেকে দূরে থাকা। খুবই নাজুক সময় চলছে مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ **(আল্লাহ্**র পানাহ) আজকাল অনেক সময় বাবা-মেয়ে এমনকি ছোট এবং বড় (আপন) ভাই পরস্পরের মাঝে নোংরা সম্পর্কের কম্পন সৃষ্টিকারী খবর সমূহ শুনা যায়। (২) অবশ্য প্রত্যেক বড়জন ছোটদের বিষয়ে "মন্দ" হন না। তবুও আপনি কোন "বড়জন" এর সাথে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তাকে ও নিজেকে ধ্বংসের অতল গভীরে ঠেলে দিবেন না। **(৩)** প্রাপ্ত বয়স্ক আমরদও যেন পরস্পর সংকোচহীনভাবে একজন অন্যজনকে বুকে জড়িয়ে ধরা, কোলে তুলে নেয়া, কুস্তি ধরা,

www.dawateislami.net

গলায় হাত দিয়ে জোরে জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গি করে শয়তানের হাতে খেলনায় পরিণত হবেন না। যৌন উত্তেজনা সহকারে আমরদেরও এ ধরনের অঙ্গভঙ্গি করা হারাম। **(৪)** শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নিজের চেয়ে বড়দের সাথে বেশী মেলামেশা করবেন না। অন্যথায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। **(৫)** যদি কোন বড়জনকে চাই তিনি শিক্ষকই হোক না কেন, আপনার প্রতি খুবই অনুরাগী দেখেন, বারবার উপহার দেয়, অহেতুক প্রশংসা করে কিংবা আপনাকে "ছোট ভাই" বলতে দেখেন তবে খুবই সতর্ক হয়ে যান। **(৬)** আমরদকে (অর্থাৎ ২২ বছর থেকে ছোট এবং যদি ২৫ বছর বা এর বেশি বয়স্ক হওয়ার পরও সুদর্শন বালক হয় তবে তার জন্যও মাদানী কাফেলায় সফরের অনুমতি নেই। যদি কোন বয়স্ক ইসলামী ভাই নিজের সাথে সফর করার জন্য জোরাজোরী করে এবং সফরের খরচও দিয়ে দেয় তাহলে মাদানী মারকাযের নিষেধাজ্ঞার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করান, তারপরও যদি জোরাজোরী করে ঐ ব্যক্তির প্রতি খুব সতর্ক হয়ে যান। **(৭)** বড় ইসলামী ভাইদের কাছ থেকে অবশ্যই আলাদা থাকুন কিন্তু অহেতুক কারো প্রতি কুধারণা পোষণ করে গীবত, অপবাদ ও মাদানী পরিবেশকে নষ্টকারী মন্দকাজে নিপতিত হয়ে নিজের আখিরাতকে নষ্ট করবেন না। **(৮)** ঈদের দিনও লোকদের সাথে আলিঙ্গন করা থেকে বেঁচে থাকুন। তবে কাউকে ভর্ৎসনা করবেন না, দূরদর্শিতার মাধ্যমে পাশ কেটে সরে যান। সুদর্শন বালকও যেন একে অন্যের সাথে আলিঙ্গন না করে। **(৯)** পিতা-মাতা, নানা-দাদা ইত্যাদি ও একই পরিবারের মুরব্বীদের ছাড়া কারো মাথা ও পা ইত্যাদি টিপবেন না এমনকি কোন ইসলামী ভাইকে নিজের মাথা ও পা টিপতে দিবেন না এবং হাত চুম্বন করতে দিবেন না। **(১০)** কোন পরহেযগার, চাই আত্মীয় হোক বরং শিক্ষকই হোক না কেন সতর্কতা এরই মধ্যে রয়েছে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে বরং বালেগ আমরদ ও আমরদের সাথে একাকী অবস্থান করা থেকে বেঁচে থাকুন। তবে হ্যাঁ পিতা, আপন ভাই ইত্যাদির সাথে কোন বাধা না থাকলে একাকী অবস্থান করাতে কোন ক্ষতি নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(১১) মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে যখন অনেক লোক এক রুমে শয়ন করে তখন আমরদ ও আমরদ ব্যতীত সবাই যেন পায়জামার উপর লুঙ্গি পরিধান করে নেয়। আর লুঙ্গি না থাকলে কোন চাদর দ্বারা পর্দার উপর পর্দা করে নিন। প্রত্যেক দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্ভব হলে মাঝখানে কোন বড় বস্তু বালিশ বা ব্যাগ ইত্যাদি আড়াল করে নিন। ঘরে বরং একাকী অবস্থায়ও উচিত পর্দার মধ্যে পর্দা করে শোয়ার অভ্যাস গড়ুন। মাদানী কাফেলা এবং ইজতিমা ইত্যাদিতেও শোয়ার সময় এভাবে করুন। **(১২)** যখনই বসবেন তখন পর্দার উপর পর্দা অবশ্যই করবেন। **(১৩)** সাজগোজ থেকে বেঁচে থাকুন। **(১৪)** এ রিসালায় প্রদত্ত ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘটনার আলোকে আমরদের মাথা মুন্ডন করতে থাকা উচিৎ। আর যদি সুন্নাতের নিয়্যতে বাবরী চুল রাখতে হয় তবে অর্ধ কানের নিচে অতিরিক্ত রাখবেন না। **(১৫)** সুশ্রী পার্শ্ববিশিষ্ট বড় ইমামা (পাগড়ী) এর পরিবর্তে স্বল্পমূল্যের কাপড়ের ছোট ইমামা শরীফ আর তাও সুন্দরভাবে বাঁধার পরিবর্তে কিছুটা ঢিলাঢালা করে বাঁধুন। ইমামা শরীফের উপর নালাইন পাকের নকশা ইত্যাদি লাগাবেন না। কেননা, এতে লোকদের দৃষ্টি পড়ে এবং অনেকের জন্য কুদৃষ্টির কারণ হয়। **(১৬)** মুখে **CREAM** বা পাউডার কখনো ব্যবহার করবেন না। **(১৭)** প্রয়োজন হলে যথাসাধ্য স্বল্পমূল্যের সাধারণ চশমা ব্যবহার করুন। ধাতু নির্মিত চমৎকার ফ্রেম লাগিয়ে অন্যের জন্য কুদৃষ্টির গুনাহের কারণ হবেন না। **(১৮)** দূর্গন্ধ থেকে বাঁচা উচিত, এজন্য অবশ্যই আতর লাগাবেন, কিন্তু এমন আতর লাগাবেন যার সুঘ্রাণ ছড়ায় না। **(১৯)** নিজের পোষাক ও ভঙ্গিতে ঐসব মুবাহ বিষয় (বৈধ কাজ যা করা না সাওয়াব, না গুনাহ যেমন- ইস্ত্রিকৃত কাপড় ইত্যাদি) থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন, যা দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হয়ে (আল্লাহ্‌র পানাহ) কুদৃষ্টি গুনাহে পড়তে পারে। (ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন ছাত্রকে মাথা মুণ্ডানো এবং পুরাতন পোশাক পরিধান করার জন্য হুকুম প্রদান করেছিলেন তা বেশি করে স্মরণ রাখুন)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

মাদানী অনুরোধঃ মা-বাবা, শিক্ষক এবং অন্যান্যদেরও উচিত, বর্ণিত মাদানী ফুলগুলোর আলোকে (সুদর্শন বালকদের) আমরদদেরকে সব ধরণের "ফিটফাট" থেকে বাঁচার মনমানসিকতা তৈরী করা।

সুদর্শন বালক (আমরদ) না'ত শরীফ পড়া

আমরদকে অন্যের সাথে মিলে না'ত শরীফ পাঠ করা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। যেমনি ভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"মলফুযাতে আ'লা হযরত"** এর ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছেঃ প্রশ্ন করা হলঃ মিলাদ পাঠকারী (অর্থাৎ- না'ত শরীফ পাঠকারীর) যদি কতিপয় সুদর্শন বালক একত্রিত হয়ে পাঠ করে তার হুকুম কি? উত্তরে বললেনঃ পড়া উচিত নয়। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৫৪৫ পৃষ্ঠা) হায়! আমরদ যদি শুধু একা বা নিজের ঘরের সদস্যদের মাঝে না'ত শরীফ পাঠ করতে থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দয়ার উপর দয়া হবে। সবার সামনে যখন আমরদ না'ত শরীফ পড়ে তখন কিছু লোকের কুদৃষ্টির গুনাহ থেকে বাঁচা খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সাথে সূর ও জযবা নিয়ে পাঠ করলে এক ধরণের যাদুর প্রভাব বিস্তার করে। আশিকে রাসূলদের জন্য তো একাকী না'ত শরীফ পাঠ করার স্বাদই আলাদা!

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোশায়ে তান্হায়ী হো,
পির তো খালওয়াত মে আ'জব আন্জুমান আরায়ী হো।

হস্ত মৈথুনের শাস্তি

পুরুষ বা মহিলা যে কেউ হস্ত মৈথুন করা হারাম। এমন ব্যক্তির উপর হাদীসে পাকের মধ্যে লানত করা হয়েছে। ফকিহ আবুল লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত এক হাদীসে পাকের মধ্যে ৭ জন গুনাহগার ব্যক্তির শাস্তির কথা এসেছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে হস্ত মৈথুনকারী। বর্ণিত আছে; কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তার (হস্ত মৈথুনকারী) প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না এবং তাকে পবিত্রও করবেন না।

www.dawateislami.net

বরং তাকে সরাসরি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম প্রদান করা হবে। **(তামবিহুল গাফিলীন, ১৩৭ পৃষ্ঠা)** আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর এক প্রশ্নোত্তরে বলেন: (হস্ত মৈথুনকারী) গুনাহগার, বারবার করলে কবীরা গুনাহকারী, ফাসিক। তিনি আরো বলেন: কোন হস্ত মৈথুনকারী যদি তাওবা ব্যতিত মৃত্যু বরণ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠবে যে তার দু'হাত গর্ভবতী হবে। যার কারণে কিয়ামতের ময়দানে লোকদের বিশাল সমাবেশের সামনে তাকে লজ্জিত হতে হবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা)**

যৌবনের ধ্বংস

আহ! গুনাহের বন্যার ধ্বংস সামগ্রী, এ বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার তুফান, সহশিক্ষা ব্যবস্থা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী পুরুষের সংমিশ্রণ, **T.V** ও ইন্টারনেটে সিনেমা, নাটক ও উত্তেজনা মিশ্রিত দৃশ্যাবলী, উপন্যাস বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার **Sex appeal** ইত্যাদি একত্রে আজকের যুব সমাজকে উন্মাদ করে তুলেছে। হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন খালেদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ থেকে বর্ণিত: اَلشَّبَابُ شُعۡبَةٌ مِّنَ الۡجُنُوۡن অর্থাৎ "যৌবন উন্মাদনারই একটি শাখা।" **(মসনদুস শাহাব, ১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬)** আজকের যুবকদের উপর শয়তান তার পরিধি সংক্ষীর্ণ করে দিয়েছে। চাই সে প্রকাশ্যে নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হোক না কেন, নিজ যৌন উত্তেজনার প্রশান্তির জন্য এদিক সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। সমাজের কুপ্রথার কারণে বেচারার বিয়েতে অনেক বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা কঠিন পরীক্ষা, তবে পরীক্ষাকে ভয় করা কোন বীর পুরুষের নিদর্শন নয়। ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করা উচিত কারণ যৌন উত্তেজনা যতবেশি কষ্ট দিবে, ধৈর্যধারণের সাওয়াবও ততবেশি অর্জিত হবে। যদি যৌন উত্তেজনার প্রশান্তির জন্য নাজায়িয মাধ্যম অবলম্বন করে তবে উভয় জগতের ক্ষতি ও জাহান্নামের পাথেয় হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" **(হাকিম)**

হযরত সায়্যিদুনা আবুদ দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "যৌন উত্তেজনার এক মুহূর্তের অনুসরণ, দীর্ঘ দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকে।"

(আয্যুহদুল কবির লিল বায়হাকি, ১৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৪৪)

লজ্জাশীলতার বার্তা

এটা লিখতে হৃদয় কাঁপছে আর লজ্জায় কলম কাঁপছে করছে এবং আমার এ আবেদনকে নিলর্জ্জতাপূর্ণ বলা যাবে না কিন্তু এটাতো সত্যিকারের লজ্জার শিক্ষা। "**আল্লাহ্ তাআলা** দেখছেন! এটা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যারা নিজ ভ্রান্ত ধারণায় "গোপনে" নিলর্জ্জ কাজ করে থাকে তাদের জন্য লজ্জা শীলতার বার্তা দিচ্ছি। আহ! নোংরা মানসিকতার অধিকারী অনেক যুবক (ছেলে মেয়েরা) বিয়ের পথগুলো বন্ধ পেয়ে নিজের হাতেই নিজের যৌবন ধ্বংস করা শুরু করে। প্রথম দিকে যদিও আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু যখন চোখ খোলে (অর্থাৎ অনুভূতি জাগ্রত হয়) যায় তখন দেখা যায় অনেক দেরী হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! এটা হারাম কাজ ও গুনাহ আর হাদীসে পাকে এ ধরনের কাজ সম্পাদনকারীকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে এবং সে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হকদার হবে। আখিরাতও বরবাদ আর দুনিয়াতেও সেটার কঠিনতর ক্ষতি রয়েছে। এ অস্বাভাবিক কাজের দ্বারা স্বাস্থ্য ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। একবার এ "কাজ" করার পর পুনরায় করতে মন চায়। যদি مَعَاذَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) কয়েকবার করে নিলে তখন ফোলা চলে আসে এবং বিশেষ অঙ্গের নরম ও স্পর্শকাতর রগগুলো ঘর্ষণ খেয়ে শান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং বিশেষ অঙ্গ সীমাহীন স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে আর অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, সামান্য কুদৃষ্টি দিলে বরং মনে মনে ধারণা এলে বীর্যপাত হয়ে যায় এমনকি কাপড়ের সাথে ঘর্ষণ খেয়েও বীর্যপাত হয়ে যায়। "বীর্য" ঐ রক্ত দ্বারা তৈরী হয়, যা সম্পূর্ণ শরীরে খাদ্য জোগানোর পর অবশিষ্ট থাকে। যখন তা বেশি পরিমাণে বের হতে থাকে তখন রক্ত শরীরকে খাদ্য কিভাবে সরবরাহ করবে? ফলশ্রুতিতে দেহের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা উলট পালট হয়ে পড়বে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

হস্ত মৈথুনের ২৬টি শারীরিক আপদ

(১) মন দুর্বল (২) পাকস্থলী (৩) কলিজা ও (৪) হৃদপিণ্ড বিকল, (৫) দৃষ্টিশক্তি দূর্বল, (৬) কানে শাঁ শাঁ আওয়াজ আসা, (৭) খিটখিটে স্বভাব, (৮) সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় শরীরে অলসতা, (৯) জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা ও চোখ ঢুকানো, (১০) "বীর্য" পাতলা হয়ে যাওয়ায় অল্প আর্দ্রতা প্রবাহিত হতে থাকা, ছিদ্রে আর্দ্রতা থাকা ও পঁচা অতঃপর এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে জখম হয়ে পড়া ও তাতে পুঁজ হওয়া, (১১) প্রথম দিকে প্রস্রাবে সামান্য জ্বালাপোড়া, (১২) এরপর মূলবস্তু বের হওয়া, (১৩) অতঃপর জ্বালাপোড়া বৃদ্ধি পাওয়া, (১৪) অবশেষে পুরাতন গণোরিয়া (অর্থাৎ জ্বালাপোড়া ও পূজ বের হতে থাকে) হয়ে জীবনকে এরূপ বিস্বাদ করে দেয় যে, মানুষ মৃত্যু কামনা করতে থাকে, (১৫) "বীর্য" পাতলা হওয়ার ধরুন কোন রূপ খেয়াল ধ্যান ছাড়া প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে প্রস্রাবের সাথে বীর্য বের হয়ে যাওয়া, যেটাকে "ক্ষয়রোগ" বলা হয়। যা মারাত্মক রোগ সমূহের মূল, (১৬) বিশেষ অঙ্গ বাঁকা হওয়া, (১৭) নিস্তেজ হওয়া, (১৮) গোড়া দূর্বল, (১৯) বিয়ের অনুপযুক্ত হওয়া, (২০) যদি মিলনে সক্ষম হয় তবুও সন্তানের আশা না থাকা, (২১) কোমরে ব্যথা, (২২) চেহারা হলুদ বর্ণ, (২৩) চোখে গর্ত, (২৪) হিংস্রতা পূর্ণ চেহারা, (২৫) পুরানো (**T.B** রোগ) জ্বর, (২৬) পাগলামী।

হস্ত মৈথুনকারীদের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তি পাগল

এক রিপোর্ট অনুযায়ী এক হাজার পুরানো জ্বরের (**T.B**) রোগীদের রোগের মূল কারণের প্রতি গবেষণা করা হয়, এ বিষয়টি সামনে আসে, ৪১৪ জন হস্ত মৈথুনের কারণে, ১৮৬ জন অধিক সহবাসের কারণে ও বাকীরা অন্যান্য কারণে (**TB** রোগে) পুরানো জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ১২৪ জন পাগলকে পরীক্ষা করা হলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ২৪ জন (অর্থাৎ প্রায় প্রতি পঞ্চম ব্যক্তি) নিজ হাতে বীর্য বের করার কারণে পাগল হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

এ গুনাহ থেকে বাঁচার ৫টি রূহানী চিকিৎসা

সুধারণা এবং ভাল নিয়্যত সহকারে যে এ আমল করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হস্ত মৈথুনের আপদ থেকে মুক্তি পাবে। (১) যে কোন (নারী-পুরুষ) مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্**র পানাহ!) ঐ কু-কর্মে লিপ্ত রয়েছে তার উচিত দু'রাকাত তাওবার নামায আদায় করে সত্য অন্তরে তাওবা করে ভবিষ্যতে এ গুনাহ না করার অঙ্গীকার করা এবং তাওবার উপর অটল থাকার জন্য অঝোর নয়নে কান্না করে বিনিত ভাবে দোয়া করবে। (২) অধিক হারে রোযা রাখলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যৌন উত্তেজনা প্রশমিত হবে, (৩) ধারাবাহিকভাবে ৪১ দিন ১১১ বার يَا مُؤْمِنُ পাঠ করা, (আগে ও পরে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।), (৪) শোয়ার সময় يَا مُمِيْتُ পাঠ করতে করতে যেন ঘুমিয়ে পড়ে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (যখনই শুয়ে কোন ওযীফা পাঠ করবেন তখন পাদ্বয়কে সংকুচিত করে নেয়া উচিত) (৫) প্রতিদিন সকালে (আগে পরে তিনবার করে দরূদ শরীফও) ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। শয়তান দলবল নিয়েও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহ করাতে পারবে না যতক্ষণ সে (পাঠকারী) নিজে (গুনাহ) না করে। (অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো পর্যন্ত সময়কে "সকাল" বলা হয়।)

এ গুনাহ থেকে বাঁচার ৬টি প্রচেষ্টা

(১) (আমরদের) সুদর্শণ বালকের আসক্তি, কুদৃষ্টি, হস্ত মৈথুনের শাস্তি এবং দুনিয়াবী ক্ষতির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে নিজেকে ভয় প্রদর্শন করবে। (২) যাকে যৌন উত্তেজনা কষ্ট দেয় সে যেন তাড়া-তাড়ি বিয়ে করে নেয়। (৩) বিবাহিত ব্যক্তি বিদেশে চাকরি অথবা ব্যবসার কাজে চার মাসের অধিক স্ত্রী থেকে আলাদা থাকা (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য) অত্যন্ত বিপদজনক। পৃথক থাকার কারনে উভয়ে কু-কর্মে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করতে পারে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৩তম খন্ডের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় বলেন: প্রয়োজন ছাড়া সফরে বেশি দিন অবস্থান করা উচিত নয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: "যখন কাজ শেষ হয়ে যায়,তখন সফর থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসো।" **(মুসলিম শরীফ, ১০৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯২৭)** আর যে নিজ দেশে স্ত্রী রেখে এসেছে সে যেন যতটুকু সম্ভব চার মাসের মধ্যে ফিরে আসে। (আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এ হুকুম প্রদান করেছিলেন। (৪) প্রত্যেক ঐ কাজ ও স্থান থেকে বিরত থাকবে যার মধ্যে যৌন উত্তেজনার আশঙ্কা থাকে। উদাহরণস্বরূপ যে কাজে অথবা জায়গায় আমরদের (সুদর্শন বালকের) মাধ্যম আসে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। (৫) ভাবী, জেঠী, চাচী, মামী, চাচাত, খালাত, মামাত, ফুফাত বোনদের কাছ থেকে পর্দা করা ফরয (শরয়ী পর্দা রয়েছে)। **আল্লাহ্**র পানাহ! যে এদের কাছ থেকে দৃষ্টি নত রাখে না, অবাদে মেলামেশা করে, হাসি-তামাশা করে, যৌন উত্তেজনামূলক কথা-বার্তা বলে এবং যৌন উত্তেজনার আধিক্যের অভিযোগও করে তবে সে বোকার সর্দার। কেননা, সে নিজেই নিজের হাতকে আগুনে নিক্ষেপ করে চিৎকার করতে থাকে বাঁচাও! বাঁচাও! আমার হাত আগুনে জ্বলছে! এই অবস্থা সিনেমা-নাটকের দর্শক এবং গান-বাজনা শ্রবণকারীর। (৬) প্রেমময় উপন্যাস, প্রেমযুক্ত অশ্লীল কাহিনী ও এ ধরনের পত্রিকার বিষয়াবলী, বরং নোংড়া সংবাদ (নতুবা এ ধরনের মহিলাদের ছবিতে ভরপুর সংবাদপত্রে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা খুবই কঠিন) এবং যৌন উত্তেজনার আধিক্য থেকে বাঁচা খুবই কঠিন হবে। বলা হয়ে থাকে: নিজের হাত দ্বারা করা কাজের কোন চিকিৎসা নেই। যৌন পূজারী এবং পুরুষ ও মহিলার হস্ত মৈথুনের আলাদা আলাদা ধ্বংসলীলা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে খলিফায়ে আ'লা হযরত, মুবাল্লিগে ইসলাম, হযরত মাওলানা আব্দুল আলিম সিদ্দিকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত কিতাব "বাহারে শাবাব" অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

চুপ কে লোগো ছে কিয়ে জিসকে গুনাহ্, ওহ্ খবরদার হে কিয়া হোনা হে।
কাম যিন্দা কে কিয়ে আওর হামে, শওকে গুলজার হে কিয়া হোনা হে।
আরে আও মুজরিম বে পরওয়া! দেখ, সর পে তলওয়ার হে কিয়া হোনা হে।
উন কো রহম আয়ে তো আয়ে ওয়ারনা, ওয়হ্ কড়ি মার হে কিয়া হোনা হে।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদাব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নাম রাখার ব্যাপারে ১৮টি মাদানী ফুল

✻ **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) "নেক্কারদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখো।" (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩২৯) (২) "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের পিতাদের নামে আহ্বান করা হবে, তাই নিজের জন্য উত্তম ভাল নাম রাখো।"

(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯৪৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✻ সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বাচ্চাদের উত্তম নাম রাখা উচিত। ভারতে অনেক লোকের এমন নাম রয়েছে, যার কোন অর্থ নেই অথবা তার খারাপ অর্থ থাকে এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, বুযুর্গানে দ্বীনের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মোবারক নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা উত্তম। আশা করা যায় তাদের বরকত ঐ ছেলের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা) ✻ ছেলে জীবিত হোক বা মৃত, তার শরীর পরিপূর্ণ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ, সর্বোপরি তার নাম রাখতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে অর্থাৎ তাকে উঠানো হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১০৩, ১০৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৪১ পৃষ্ঠা) জানা গেলো, অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হলেও তার নাম রাখতে হবে। যেমনি ভাবে- মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "আওলাদ কে হুকুক" নামক রিসালাতে বর্ণিত রয়েছে: বাচ্চা অপূর্ণাঙ্গ (কম বয়সে প্রসব) হলেও নাম রাখতে হবে, নতুবা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে অভিযোগকারী হবে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চারও নাম রাখো কেননা **আল্লাহ্ তাআলা** তার মাধ্যমে তোমাদের আমলনামা ভারী করে দিবেন।" (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৯২) ✻ **মুহাম্মদ** নাম রাখার ব্যাপারে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী: (১) "যার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলো আর সে আমার মুহাব্বত এবং আমার নামের বরকত অর্জনের জন্য তার নাম "মুহাম্মদ" রাখলো সে এবং তার পুত্র উভয়ে জান্নাতে যাবে।" (জমউল জাওয়ামে', ৭ম খন্ড, ২৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩২৫৫) (২) "কিয়ামতের দিন দুইজন ব্যক্তিকে **আল্লাহ্ তাআলার** সামনে দন্ডায়মান করা হবে, হুকুম হবে: তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। তারা বলবে: হে **আল্লাহ্**! আমরা কোন্ আমলের কারণে জান্নাতের অধিকারী হয়েছি? আমরা তো জান্নাতের কোন আমল করিনি!

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করবেন: জান্নাতে প্রবেশ করো আমি শপথ করেছি যে, যার নাম আহমদ অথবা মুহাম্মদ হবে সে দোযখে প্রবেশ করবে না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৮৭ পৃষ্ঠা। আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ৫৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০০৬) (৩) "তোমাদের মধ্যে কারো ক্ষতি কি? যদি তার ঘরের মধ্যে একজন মুহাম্মদ, বা দুইজন অথবা তিনজন মুহাম্মদ থাকে।" (আত্ তাব্‌কাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ৫ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা) এ হাদীসে পাক বর্ণনা করার পর আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যা লিখেছেন তার সারাংশ হলো: এ কারণে আমি আমার সকল সন্তান, ভাতিজার আকিকাতে শুধুমাত্র মুহাম্মদ নাম রেখেছি, অতঃপর নাম মোবারকের আদবের হিফাযত এবং ছেলেদের পরিচয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক নাম আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পাঁচ মুহাম্মদ বর্তমানে জীবিত আছে এবং পাঁচ জন ইন্তেকাল করেছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৮৯ পৃষ্ঠা) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামীদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিজের পিতা মহোদয় এবং দাদাজানের নাম মুহাম্মদ ছিলো। অর্থাৎ- মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ। ✻ নেক্‌কার ছেলের জন্য আমল: হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত শিক্ষক প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আ'তা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি চাই যে, তার স্ত্রীর পেটের সন্তান ছেলে হোক, তার উচিত তার হাত গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে রেখে বলা: যদি ছেলে হয় আমি তার নাম মুহাম্মদ রাখলাম, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ছেলেই হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা) ✻ বর্তমানে আল্লাহ্‌র পানাহ! নাম বিকৃত করার আপদ ব্যাপক এবং মুহাম্মদ নাম বিকৃত করা তো মারাত্মক কষ্টদায়ক বিষয়। তাই সকল পুরুষের নাম মুহাম্মদ বা আহমদ রাখবে এবং ডাকার জন্য বিলাল রযা, হিলাল রযা, কামাল রযা, জামাল রযা, যায়িদ রযা ইত্যাদি নাম রাখা যেতে পারে। ✻ ফেরেশতাদের নির্ধারিত নামে নাম রাখা জায়েয নেই, তাই কারো নাম জিব্রাইল অথবা মিকাইল রাখবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "ফেরেশতাদের নামের সাথে মিলিয়ে নাম রেখো না।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬৩৬) ✻ মুহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী আহমদ ইত্যাদি নাম রাখা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৭৭ পৃষ্ঠা) ✻ যখনই নাম রাখবেন তবে সেটার অর্থের ব্যাপারে চিন্তা করবেন বা কোন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করবেন। খারাপ অর্থ সম্পন্ন নাম রাখবেন না। যেমন- গফুরুদ্দীন অর্থাৎ- ধর্মকে মিঠিয়ে দেয় এমন। এ নাম রাখা খুবই মারাত্মক। ✻ খারাপ নাম খারাপ প্রভাব ফেলে, যেমন- আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি খারাপ নামের খুব খারাপ প্রভাব আপন চোখে দেখেছি। অনেক বিশেষ সুন্নী আকৃতি ধারণকারীকে শেষ বয়সে দ্বীনের সঠিক বিষয় গোপনকারী এবং বাতিলদের জন্য চেষ্টাকারী হিসেবে পেয়েছি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৮১-৬৮২ পৃষ্ঠা) নামের প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও আসতে পারে। বাহারে শরীয়াতের ৩য় খন্ডের, ৬০১ পৃষ্ঠায় ২১নং হাদীসে বর্ণিত আছে; বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাঈব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; আমার দাদা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার নাম কি? তিনি উত্তরে বললেন: "হাযন" ইরশাদ করলেন: তুমি সাহল অর্থাৎ- তোমার নাম সাহল রাখো, এর অর্থ নরম আর হাযন এর অর্থ শক্ত। তিনি বললেন: যে নাম আমার পিতা রেখেছে আমি তা পরিবর্তন করবো না। হযরত সাঈদ বিন মুসাঈব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: তার ফলাফল এটা হলো যে, আমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কঠোরতা বিরাজমান। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৯৩) ✻ ইয়াসিন অথবা ত্বোহা নাম রাখা নিষেধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৮০ পৃষ্ঠা) মুহাম্মদ ইয়াসিন নাম রাখাও যাবে না, হ্যাঁ! গোলাম ইয়াসিন, গোলাম ত্বোহা নাম রাখা জায়িয। ✻ বাহারে শরীয়াত ১৫তম খন্ডে আকিকার বর্ণনায় রয়েছে: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান অনেক উত্তম নাম কিন্তু বর্তমানে এটা অধিক দেখা যায় আব্দুর রহমানের পরিবর্তে অনেক লোকেরা রহমান বলে ডাকে।

www.dawateislami.net

গাইরুল্লাকে (তথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে) রহমান বলে ডাকা হারাম। এভাবে আব্দুল খালেককে খালেক, আব্দুল মাবুদকে মাবুদ বলে থাকে। এ ধরণের নামের মধ্যে এমন সংক্ষিপ্ত করণ কখন জায়েয নেই। এভাবে অনেক নামের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা রয়েছে, অর্থাৎ- নামকে এভাবে বিকৃতি করা যার মধ্যমে তাকে তুচ্ছ মনে করা হয় এ ধরণের নামের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা কখনো জায়েয নেই। তাই যেখানে ধারণা করা হয় যে নামকে ছোট করে ডাকার আশঙ্কা রয়েছে সেখানে অন্য নাম রাখবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) যে নাম খারাপ তা পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখবে। কেননা, **আল্লাহ্র প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খারাপ নামকে (ভালো নাম দ্বারা) পরিবর্তন করে দিতেন। (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৪৮) এক মহিলার নাম আ'ছিয়া (অর্থাৎ- গুনাহগার ছিল) **হুযুরে পাক, ছাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নাম পরিবর্তন করে জমীলা রেখেছেন। (মুসলীম শরীফ, ১১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৩৯) ✻ এমন নাম রাখাও নিষেধ যার মধ্যে নিজের মুখ দিয়ে নিজেকে গুনান্বিত করা হয় (অর্থাৎ- নিজেকে নিজে ভালো বলে প্রকাশ করা হয়) ২৭ পারার সুরা নজম ৩২নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমরা নিজেকে নিজে পবিত্র বলোনা। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ফুসুলে ইমাদীর" বরাত দিয়ে লিখেছেন: কেউ এমন ভাবে নাম রাখবে না যে নামে নিজের পবিত্রতা ও প্রশংসা প্রকাশ পায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে: **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "بَرَّةَ" (অর্থাৎ- নেক কন্যা) নামের মহিলাকে নাম পরিবর্তন করে যয়নব রেখেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: "নিজেকে নিজে ভালো বলে সাব্যস্ত করো না। **আল্লাহ্ তাআলা** ভাল জানেন, তোমাদের মধ্যে কে নেক্কার।" (মুসলিম শরীফ, ১১৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৪২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

✻ এমন নাম রাখা জায়েয নেই, যা কাফেরদের জন্য নির্ধারিত। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ডের, ৬৬৩ থেকে ৬৬৪ পৃষ্ঠা তে বর্ণিত রয়েছে: নামের একটি প্রকার কাফেরদের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন- যিরযিছ, পুতরুছ এবং ইউহান্না ইত্যাদি তাই এ ধরণের নাম মুসলমানের জন্য রাখা জায়েয নেই, কেননা তাতে কাফেরদের সাথে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়। وَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ ✻ গোলাম মুহাম্মদ এবং আহমদ জান নাম রাখা জায়েয কিন্তু উত্তম হচ্ছে; গোলাম অথবা জান ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি না করা, যেন মুহাম্মদ এবং আহমদ নামের যা মর্যাদা হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে তা অর্জিত হয়। ✻ গোলাম রাসুল, গোলাম ছিদ্দিক, গোলাম আলী, গোলাম হোসাইন, গোলাম গাউছ, গোলাম রযা নাম রাখা জায়েয।

হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দুইটি কিতাব; (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদাব"** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো
হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো খাত্ম হো শামাতে কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ই রবিউন্ নূর, ১৪৩৩ হিঃ
৩০-০১-২০১২ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	আত্ তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে সাবী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	নুজহাতুল মাজালিস	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরাতে আহমদিয়া	পেশওয়ার	আযায়েবুল কুরআন	বাবুল মদীনা করাচী
খাযায়েনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	আল মানাকিব লিল কুরদরি	কোয়েটা
নূরুল ইরফান	পীর ভাই এন্ড কোম্পানি	আয্‌যাওয়ায়িরু আন ইকতিরাফিল কাবায়ির	দারুল মারেফা, বৈরুত
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুসলিম শরীফ	দারুল ইবনে হাযম, বৈরুত	তারিখে দামেশখ	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	তাম্বিহুল গাফিলিন	দারুল কুতুবিল আরবি, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিক্‌র, বৈরুত	আর্ রউদুল ফায়েক	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত
আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
মুজাম কবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবি, বৈরুত	মনহুর রওদ	দারুল বিসারিল ইসলামীয়া
মুসনাদুশ শিহাব	মুয়াস্‌সাসাতুস রিসালা, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আল বাহরুর রায়েক	কোয়েটা
আয্‌যুহুদুল কবির	মুয়াস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়া, বৈরুত	তাযকিরাতুল আউলিয়া	ইনতিশারাত গাঞ্জিনা, তেহরান
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কিমিয়ায়ে সাআ'দাত	ইনতিশারাত গাঞ্জিনা, তেহরান
জামউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
শাযাবাতুয্ যাহাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net